COMPILED & CIRCULATED BY
DR. DIPAK SHOM
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

P.G 1st Semester

Paper – 103

আলোচনা – ৬

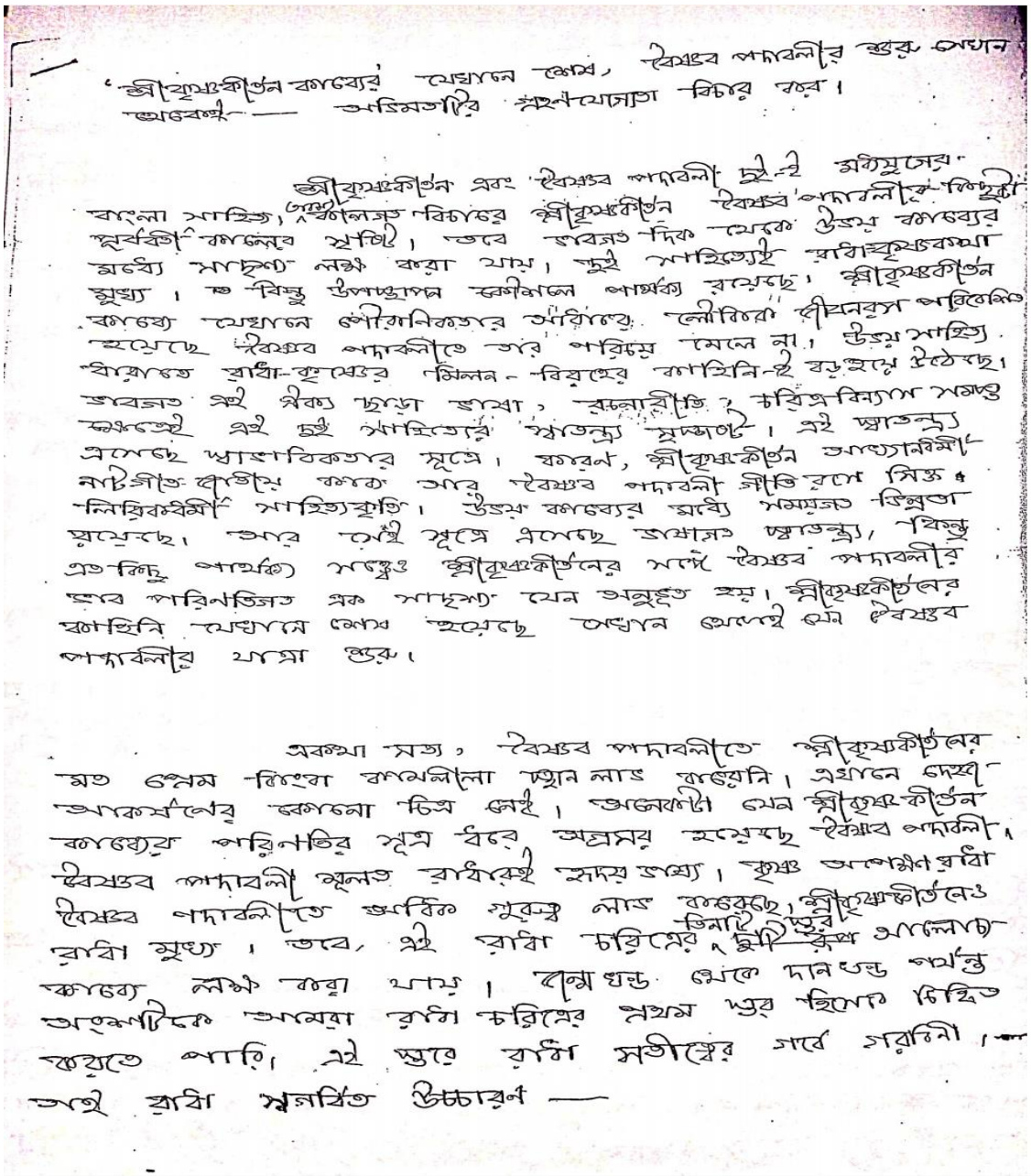

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের' যেখানে শেষ, বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু সেখান থেকেই — অভিমতটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার কর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বৈষ্ণব পদাবলী দুই-ই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, আর কালগত বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বৈষ্ণব পদাবলীর কিছুটা পূর্ববর্তী কালের সৃষ্টি। তবে ভাবগত দিক থেকে উভয় কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দুই সাহিত্যেই রাধাকৃষ্ণকথা মুখ্য। কিন্তু উপস্থাপন কৌশলে পার্থক্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যেখানে পৌরাণিকতার আধারে লৌকিক জীবনরস পরিবেশিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে তার পরিচয় মেলে না। উভয় সাহিত্য ধারাতে রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহের কাহিনি-ই বড় হয়ে উঠেছে। ভাবগত এই ঐক্য ছাড়া ভাষা, রচনারীতি, চরিত্রবিন্যাস সমস্ত ক্ষেত্রেই এই দুই সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। এই স্বাতন্ত্র্য এসেছে স্বাভাবিকতার সূত্রে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আখ্যানধর্মী নাটগীত জাতীয় কাব্য আর বৈষ্ণব পদাবলী গীতি রসে সিক্ত লিরিকধর্মী সাহিত্যকৃতি। উভয় কাব্যের মধ্যে সময়গত ভিন্নতা রয়েছে। আর সেই সূত্রে এসেছে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু এতকিছু পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব পরিণতিগত এক সাদৃশ্য যেন অনুভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই যেন বৈষ্ণব পদাবলীর যাত্রা শুরু।

একথা সত্য, বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত প্রেম কিংবা কামলীলা স্থান লাভ করেনি। এখানে দেহজ আকর্ষণের কোনো চিত্র নেই। অনেকটা যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিণতির সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলী মূলত রাধারই হৃদয় ভাষ্য। কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধা বৈষ্ণব পদাবলীতে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাধা মুখ্য। তবে, এই রাধা চরিত্রের তিনটি স্তর আলোচ্য কাব্যে লক্ষ করা যায়। জন্মখণ্ড থেকে দানখণ্ড পর্যন্ত অংশটিকে আমরা রাধা চরিত্রের প্রথম স্তর হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই স্তরে রাধা সতীত্বের গর্বে গরবিনী। তাই রাধা স্বগর্বিত উচ্চারণ —

"ঘরের স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর। সাজে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সনে কি মোর নেহা॥"

দান খন্ডের পর থেকেই রাধার মানস-বিবর্তন শুরু হয়েছে। কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধা ধীরে ধীরে কৃষ্ণ অনুরাগিনীতে পরিণত হয়েছে, রাধার এই মানস-বিবর্তন বানখন্ড পর্যন্ত সুস্পষ্ট, এই স্তরটিকে আমরা রাধা চরিত্রের দ্বিতীয় স্তর হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, কাব্যের শেষ অংশে বংশীখন্ড এবং রাধাবিরহে রাধা চরিত্রের তৃতীয় রূপের পরিচয় মেলে। এই পর্বে রাধা সমস্তকিছু কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণা। রাধার সমস্ত অনুনয় আবেদন কৃষ্ণের বাঁশিকে নিমন্ত্র, বংশীখন্ডে রাধাকে তাই বলতে শোনা যায় —

"কেন না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর নাবদেঁ মো হাউলা কাহ্নাঁ রান্ধন॥"

শুধু বংশীখন্ড নয়, রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণবিহনে রাধার মনে হয়েছে —

"এ বন যৌবন বড়ায়ি সবই আমার।
চিন্তিআঁ পেলাহোঁ গন্ধ মুকুতার হার॥"
মুছিআঁ পেলাহোঁ মোএ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ কাংখুর॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার এই রূপ কল্পনা দিয়েই যেন বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা ঘটেছে। পদাবলীর প্রেমকাতরা রাধার প্রথম পূর্বাভাস মেলে বংশীখন্ডে। আবার, রাধাবিরহে রাধার মধ্যে যেমন রাস নাই, অভিমান নাই, কৃষ্ণ-নিন্দা নাই; অনুরূপ রূপে বৈষ্ণব পদাবলীতেও আমরা রাধাকে যেন সত্যিকারি মর্মান্তিক একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর পরিণতি ঘটেছে তবু নয় সকল পর্যায়েই বিরহ দশা যেন রাধাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রাধার এই বিরহ ভাবনার সূত্রসূত্র যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিসমাপ্তিতে নিহিত রয়েছে,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিসমাপ্তির ভাব আচরা রসনিবিড় হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস — প্রত্যেক কবির পদেই রাধার এই বেদনার্ত হৃদয় যেন ধরা আছে। এক্ষেত্রে আমরা অধিক সাদৃশ্য লক্ষ করি চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে। সমালোচক ড. শঙ্করী প্রসাদ বসুর কথায় — চণ্ডীদাসের পদাবলীর যদি কোনো মূল সুর থাকে তবে তা বিরহের সুর, আক্ষেপের সুর। এই বিরহ অনেকটা 'রাধাবিরহ'-এরই পূর্ণ প্রতিরূপ। এ কারণে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন, —

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ,
পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ।'